মৃত্যুদর্শন ও মুর্দা সম্পর্কে দলিলভিত্তিক অভিনব আলোচনাসমৃদ্ধ

মাসায়েলে মাইয়্যেত

মুফতি আশরাফুল ইসলাম

প্রয়াস প্রকাশন

নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন শাইখুল হাদিস আল্লামা
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম দা. বা. (শায়খে চরমোনাই)-এর

বাণী ও দোয়া

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم أما بعد.

দুনিয়া হলো আখেরাতের খেতস্বরূপ। মানুষ তার দুনিয়ার হায়াতের ব্যাপারে যত যত্নবান হবে, মৃত্যুর পর তত সুফল ভোগ করবে। সুতরাং বুদ্ধিবান তারাই যারা দুনিয়াতে থেকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করে।

আলহামদুলিল্লাহ, মাগুরা জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামি'আতুল আরাবিয়া কাসেমুল উলুম রহমতপাড়ার উস্তাদ, স্নেহভাজন তরুণ আলেমে দ্বীন মুহা. আশরাফ! 'মৃত্যুদর্শন ও মুর্দা সম্পর্কে দলিলভিত্তিক অভিনব আলোচনাসমৃদ্ধ মাসায়েলে মাইয়েত' নামে একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি আমার সামনে পেশ করেন। আমি সেটি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, বর্তমানে আমাদের যুবসমাজ লেখালেখির ময়দানে ধীরে ধীরে বেশ এগিয়ে চলেছে। সফরে ক্ষণিকের যাত্রাবিরতিতে কোনো পুস্তিকার নজরে সানি দেওয়া বেশ মুশকিল, তবুও আমি আশা রাখি পুস্তিকাটি সকলের জন্য ফায়দামান্দ হবে, ইনশাআল্লাহ। আর দোয়া করি আল্লাহ তাআলা লেখক, পাঠক ও যারা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন!

ফয়জুল করীম
২৫/১২/২০২১ খ্রি.

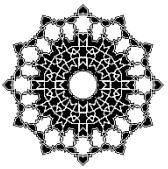

মুখবন্ধ

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عملا- والصلاة والسلام على نبيه
الكريم الذي يشفع المذنبين في يوم الدين- و بعد

পৃথিবীর সবচেয়ে চিরন্তন সত্য হলো মৃত্যু! জাতি ও মতবাদে মানুষ অনেককিছু অস্বীকার করলেও মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করে না। হজরত আদম আ.-এর সৃষ্টির পর, পুত্র হাবিলের মৃত্যুর মাধ্যমে সূচনা হয়েছে এ মহাসত্যের। কেয়ামতের আগমুহূর্তে, সর্বশেষ মানুষ ও জীবের মৃত্যুর মাধ্যমে যার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তখন গোটা জগতে কোনো জীবের অস্তিত্ব বাকি থাকবে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করবেন, لمن الملك اليوم—'আজকের রাজত্ব কার?' অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দেবেন, لله الواحد القهار—'পরাক্রমশালী এক আল্লাহর'।

দুই

মানুষ তার জন্মের পর থেকে দুনিয়ার নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে তার কাঙ্ক্ষিত মনজিলে পৌঁছার চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত্যু তার মাঝে অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। হাজারো আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে

সূচি

মৃত্যু ।। ৩১

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ।। ৩১

কেউ জানে না, কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে! ।। ৩৬

মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে তাওবা কবুল করা হয় না ।। ৩৯

মৃত্যু থেকে কেউ পালাতে পারবে না ।। ৪০

প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, কিন্তু সে জানে না ।। ৪১

রুহ কবজকারী ফেরেশতা ।। ৪২

মালাকুল মাউত ও মুসা আ. ।। ৪৪

রুহ ।। ৪৬

রুহ কী? ।। ৪৮

রুহে রব্বানি ।। ৫০

রুহ বহনকারী ফেরেশতার আগমন ।। ৫১

মৃত্যুর রহস্য ।। ৫৫

মুরাক্কাবে তাম ।। ৫৬

মুরাক্কাবে নাকেস ।। ৫৬

কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়ের আত্মপ্রকাশ ।। ৬০

মুমূর্ষু অবস্থায় যা করণীয় ।। ৬২

মৃত্যু কামনা করা নিষেধ ।। ৬৪

অসুস্থাবস্থায় ঘটে যাওয়া কিছু ভুল ।। ৬৫

অসিয়ত করার গুরুত্ব ।। ৬৭

মৃত্যু নিশ্চিত হলে যা করণীয় ।। ৬৮

লাশ দেখতে যাওয়ার বিধান ।। ৬৮

মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনা না করা ।। ৬৯

মুর্দার কপালে চুম্বন দেওয়ার বিধান ।। ৭০

প্রিয়জনের মৃত্যুতে ক্রন্দন করার বিধান ।। ৭০

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণের ফজিলত ।। ৭০

গোসল ।। ৭৪

মুর্দাকে গোসল দেওয়ার হুকুম ।। ৭৪

মুর্দাকে গোসল করানোর সুন্নত পদ্ধতি ।। ৭৫

প্রচলিত কিছু ভুল রীতি ।। ৭৬

মৃত ভূমিষ্ঠ বাচ্চার গোসলের বিধান ।। ৭৭

মুর্দাকে উলটো দিক শুইয়ে গোসল দেওয়ার বিধান ।। ৭৭

মুর্দাকে গোসল দেওয়ার ভিন্ন কোনো নিয়ত নেই ।। ৭৮

নামাজি ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেওয়া উত্তম ।। ৭৮

মহিলা স্বামীর লাশ স্পর্শ করতে পারবে কি না ।। ৭৮

পুরুষ কোনো মহিলা মুর্দাকে গোসল দিতে পারবে কি না ৭৯

হিজড়া মুর্দাকে গোসল দেবে কে ।। ৭৯

বাচ্চা মুর্দাকে গোসল দেবে কে ।। ৮০

মুর্দাকে গোসল দেওয়ার সময় কিছু সমস্যার সমাধান ।। ৮০

আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করলে তার বিধান ।। ৮০

মুর্দা মুসলিম নাকি অমুসলিম চেনা না গেলে করণীয় ।। ৮২

রেলগাড়িতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারীর বিধান ।। ৮২

মুর্দাকে গোসল দানকারীর জন্য গোসল করার বিধান ।। ৮৩

কাফন ।। ৮৪

মুর্দাকে কাফন পরানোর বিধান ।। ৮৪

কাফনের মূল্য কে বহন করবে? ।। ৮৫

কাফনের জন্য চাঁদা ওঠানোর বিধান ।। ৮৫

কাফনের পরিমাণ ।। ৮৫

কাফনের রং ।। ৮৬

কাফন পরানোর পদ্ধতি ।। ৮৮

পুরুষকে কাফন পরানো ।। ৮৮

মহিলাকে কাফন পরানো ।। ৮৯

কাফন-সংক্রান্ত জরুরি কিছু মাসআলা ।। ৮৯

খাটিয়ার ওপর ব্যবহৃত বিশেষ চাদরের বিধান ।। ৯২

নিজের জীবদ্দশায় কাফনের কাপড় কিনে রাখার বিধান ।। ৯২

অবশিষ্ট কাফনের কাপড় ব্যবহারের বিধান ।। ৯৩

মুর্দা বহন ।। ৯৫

মুর্দা বহনকালের জরুরি কিছু মাসআলা ।। ৯৫

মৃত্যুসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহি পড়া ।। ১৫২

বিলাপ করা মাকরুহে তাহরিমি ।। ১৫৫

মুর্দাদের গালি দিয়ো না ।। ১৫৬

ইসালে সাওয়াব করার পদ্ধতি ।। ১৫৭

নাবালেগ বাচ্চার জন্য ইসালে সাওয়াব ।। ১৫৭

ইসালে সাওয়াবের ফায়দা ।। ১৫৭

মুর্দার জন্য কুরআন খতম করার ফজিলত ।। ১৫৮

অমুসলিম মুর্দার জন্য ইসালে সাওয়াবের বিধান ।। ১৫৮

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করার বিধান ।। ১৬০

যে-সকল আমল মুর্দার উপকারে আসে ।। ১৬০

যে-সকল আমল মুর্দার উপকারে আসে না ।। ১৬০

চল্লিশা করার বিধান ।। ১৬০

কিছু ভুল রসম ও কুসংস্কার ।। ১৬২

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পালনীয় কিছু বিষয় ।। ১৬৩

ইদ্দত পালনের শরয়ি পদ্ধতি ।। ১৬৩

ইদ্দত পালনের সময়সীমা ।। ১৬৪

স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে স্ত্রীর করণীয় ।। ১৬৭

ইদ্দত পালনের স্থান স্বামীর বাড়ি ।। ১৬৭

ইদ্দতের সময় গণনা হবে আরবি মাস অনুযায়ী ।। ১৬৭

ইদ্দতের সময় গণনা শুরু হবে কোন দিন হতে ।। ১৬৮

ইদ্দত চলাকালে মহিলার ভরণপোষণ ।। ১৬৮

ইদ্দত চলাকালে মহিলা বিবাহ করতে পারবে না ।। ১৬৯

ইদ্দত চলাকালে নিষিদ্ধ কাজসমূহ ।। ১৭০

স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্যত্র ইদ্দত পালনের বিধান ।। ১৭০

জরুরি কিছু মাসআলা ।। ১৭১

(ক) মাইয়েতের সম্পদ দ্বারা কাফন-দাফন ।। ১৭২

(খ) সমুদয় সম্পত্তি দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা ।। ১৭৩

(গ) জায়েজ অসিয়ত পূর্ণ করা ।। ১৭৪

(ঘ) ওয়ারিশদের মাঝে মেরাস বণ্টন ।। ১৭৬

ওয়ারিশদের বিবরণ ।। ১৭৬

পুরুষদের মধ্যে চারজন ।। ১৭৯

নারীদের মধ্যে আটজন ।। ১৭৯

বাস্তবিক কিছু উদাহরণ ।। ১৮০

স্ত্রীর মোহরের সম্পদ তার মেরাসের অন্তর্ভুক্ত ।। ১৮৩

জরুরি কিছু মাসআলা ।। ১৮৩

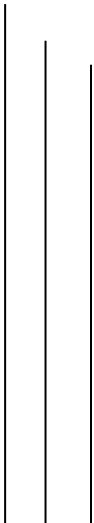

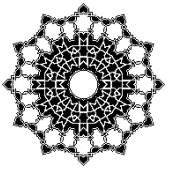

মৃত্যু

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যুর স্বাদ। আর তোমরা কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়। (সুরা আলে-ইমরান :- আয়াত : ১৮৫)

❖ **ব্যাখ্যা :** আখেরাতের চিন্তা, যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশয়ের উত্তর এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে এ বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনো কোথাও কাফেররা বিজয়ী হয় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তার বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদ-আপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয় তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো ধর্ম, কোনো মতালম্বী কিংবা কোনো দার্শনিক অস্বীকার করতে পারে না যে,

عَنْ عَائِشَةَ، (رضي الله عنها) أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ المَوْتِ»

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছি একটি পানিভরতি বাটি তার সামনে রাখা ছিল। তিনি সেই বাটিতে তার হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন এবং পানি দিয়ে তার মুখমণ্ডল মলছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ! মৃত্যুকষ্ট ও মত্যুযন্ত্রণা হ্রাসে আমায় সহায়তা করুন। (সুনানে তিরমিযি :- হাদিস : ৯৭৮)

হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ: «مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুকালীন সময়ে তার মাথা আমার থুতনি এবং গলদেশের মাঝখানে ছিল। তার মৃত্যুযন্ত্রণা দর্শনের পর আমি অন্য কারও মৃত্যুযন্ত্রণা খারাপ মনে করি না। (সুনানে নাসায়ি :- হাদিস : ১৮৩০)

হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهَا قَالَ لَهَا «لَا تَبْتَئِسِي عَلَى حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ»

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট উপস্থিত হন। তখন তার নিকট তার এক প্রতিবেশী মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিন্তিত দেখে বলেন, তোমার প্রতিবেশীর কারণে তুমি চিন্তিত হয়ো না। কেননা এটা তার সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সুনানে ইবনে মাজাহ :- হাদিস : ১৪৫১)